একটি বিয়ে বাড়ির গল্প

অন্বতী ভট্টাচার্য্য

বিয়ে বাড়ির হৈহল্লা এই ঘরটাতে সবচেয়ে কম। বিশাল দোতলা বাড়ির সর্বত্র এখন গমগম করছে লোক। একতলায় এই ঘরটাতেই একমাত্র তিথি ছাড়া আর কেউ নেই। সোনাদি-কে দেবার আসবাবে বোঝাই হয়ে আছে ঘরটা। আলমারি, খাট, ড্রেসিং টেবিল, ওয় াসিং মেসিন আঁটো সাঁটো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘরটাতে । তিথি আপাতত এই ঘরটাতেই আশ্রয় নিয়েছে। ভাবতেই পারেনি এমন একটা ঘর এখন ওর বরাতে জুটবে। নতুন আলমারিতে হেলান দিয়ে মাটিতেই বসেছিল তিথি। নতুন - নতুন গন্ধে ম-ম করছে চারপ াশ। আলো জ্বালায়নি তিথি, পাছে লোক ঢুকে পড়ে । অন্ধকারে গরমে ঘেমে নেয়ে মুছে যাচ্ছে ওর সব সাজ। শাড়িটাও কুঁচকে য াচ্ছে ভীষণ। কিন্তু এই মূহুর্তে এসবে মন দিতে পারছে না তিথি।। মনটা কান্নায় ভেঙে পড়ছে। কিন্তু কান্নাটাও গলার কাছে এসে অ াটকে যাচ্ছে। প্রায় ঘন্টা খানেক হলো তিথি এ ঘরটাতে আছে । তার খোঁজ পড়ার সম্ভবনা খুব কম। তিথির বাবারা আট ভাই বোন। তাদের ছেলেমেয়ে নাতি, নাতনী এবং অন্যান্য জ্ঞাতিরা মিলিয়ে বাড়ি ভরিয়ে তুলেছে গত পাঁচদিন ধরে। সেজ পিসিদের অবস্থা যে বিশাল তা এই বাড়িটা দেখলেই বোঝা যায়। পিশেমশাই -এর আমলের ব্যবসাকে পিসতুতো দাদা আরো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছে। তাই একমাত্র বোনের বিয়েতে ঢেলে খরচ করছে। সেজো পিসির বাড়িতে এমনিতে খুব একটা আসা হয় না তিথির। তিথির অন্যান্য তুতো ভাই-বোনেরা সবাই খুব আসে এখানে। ওদের খুব পছন্দের জায়গা সেজো পিসির বাড়ি। বড়পিসি আর ছোট পিসিতো বাইরের থেকে এসে এখানেই ওঠে। ঠান্ডার দেশে থাকে বলে এ.সি.ঘর ছাড়া ওরা থাকতে পারে না। তিথিদের পৈতৃক বা ড়িটা সে তুলনায় বড়োই হীনবল। বাড়িটার বয়স এক ঝলকেই বোঝা যায়। সেখানে তিথিদের সঙ্গে ছোট কাকা থাকে। ছোটকাকা বিয়ে করেনি বলে ঐ বাড়িতে যাবতীয় গৃহস্থালী দায়িত্ব তিথির মার ওপর। অবশ্য তিথিদের বাড়িটা এই বাড়িটার মতো বড়ো না হলেও, সেটা নিতান্ত শূন্য নয়। তিথিরা পাঁচ ভাই বোন। তিথি এ কথাটা বলতে ছোট বেলা থেকেই ভীষণ লজ্জা পায়। সবাই যেন কি রকম অবাক চোখে তাকায় কথাটা শুনে বন্ধুরাও কম ইয়ার্কি মারে না। বিষয়টা নিয়ে তিথির তখন মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করে। অনেকটা সে কারনেও বোধ হয় তিথিরা এ বাড়িতে আলোচনার বস্তু। ছোট বেলায় পিসিরা যখন মজা করতে বলতো--এ্যাই তুই কত নম্বর ? ভীষণ রাগ হয়ে যেত তিথির। মা তখন কেমন যেন অসহায় মুখ করে তাকাতো। তিথির আগে আছে দুই দাদা এক দিদি। তিথি আর তীর্থ যমজ। তিথির মনে আছে এ নিয়ে রোজ মাকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। ছোটবেলা থেকে তিথি ওদের বা ড়ির অন্যান্যদের সঙ্গে নিজেদের পার্থক্যটা খুব ভালো করে বুঝতে পারতো। বড়ো জ্যেঠা ছাড়া সকলের সঙ্গেই তিথিদের মৌখিক যে াগাযোগ আছে। যাতায়াত প্রায় নেই বললেই চলে। বড় জ্যেঠার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সব ভাই বোনেরা একরকম বাধ্য। সবার বাসস্থান আলাদা হয়ে হয়ে গেলেও বাড়ির সবচেয়ে প্রবীন হিসেবে, এখনও বড় জ্যেঠার মতামতকেই সবচেয়ে বেশী গুত্ব দেওয়া হয়। তিথিদের এটা পারিবারিক ঐতিহ্য বলা যেতে পারে। বড় জ্যেঠার সামনে এখনো বাবারা মাথা নীচু করে রাখে। তিথির অসহ্য লাগে ব্যাপারটা । পৃথিবীর সব রকম ভন্ডামি এদের মধ্যে আছে বোধ হয়।

তিথি ধীরে ধীরে দাঁড়ালো। ভীষণ গরম লাগছে। শাড়িটা ঠিক করছে দ্রুত । বটল গ্রীণের ওপর অফ্ গোল্ডের সুতোর কাজ। দিদির কাছ থেকে নিয়ে এসেছে তিথি শাড়িটা। তিথি গিয়েই পছন্দ করে কিনে এনেছিল দিদির জন্য। শাড়িটা হাতে নিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলো ওকে। বিয়ের পর এটাই ছিলো প্রথম উপহার ওদের বাড়ির তরফ থেকে দাসের সঙ্গে যুক্তি করে লুকিয়ে কেনা হয়েছিলো শাড়িটা। এখনও বাবা-মা জানে না কিছু। আর তীর্থকে জানানোর প্রশ্নই ওঠে না, যা হাঁদা ছেলে। কি বলতে কি বলে বসবে । এখানে আসার অ াগে আবারও দিদির কাছ থেকে লুকিয়ে এসেছে তিথি শাড়িটা। ভাগ্যিস মা আসেনি। তা না হলে ঠিক ধরা পড়ে যেতে হতো। ওদের গোনগুনতি ভালো শাড়ির মধ্যে এই নতুন শাড়িটাকে চিনে ফেলা কোনও ব্যাপারই না। এখন তিথির মনে হচ্ছে শাড়িটা এখনে না নিয়ে এলেই ভালো হতো বোধ হয়। ছোট পিসির মেয়ে মৌগি চিরকালই ভীষণ ঠোঁট কাটা। বলেই দিলো--
---বাঃ, এতদিনে এই প্রথম তোকে দাণ চয়েজেব্‌ল শাড়ি পরতে দেখলাম। আগে যা পরতিস -- এরকম পরলেই তো পারিস।
ভীষণ রাগ হলেও কোন উত্তর দেয়নি তিথি। এদের সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলতেই ভালো লাগে না তিথির। বড়পিসির বড় নাতনির কথা, সে আবার মিছরির ছুরি চালায়। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো --

---ও ভাবে বলিস না মৌলি।
---তারপরেই বলে উঠ্‌লো --
---শাড়িটা কি তোর নাকি? প্রশ্নের মধ্যে এমন একটা বিদ্রুপ ছিলো যা তিথির সর্বাঙ্গ জ্বালিয়ে দিলো। খুব সংক্ষেপে সতর্কভাবে মিথ্যেটা বলেছিলো তিথি -
--হ্যাঁ।
মিথ্যেটা না বললে বিপদ ছিলো। দিদির শাড়ি বললে আরো বিপজ্জনক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হতো। দিদি এখন এ বাড়ির মানুষগুলোর কাছে প্রায় একটি নষ্ট মেয়ে। তিথির মা-বাবার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকার সেটাই মুখ্য কারন। তিথিরও আসার কোন ইচ্ছে ছিল না। সেজ পিসি প্রায় জোর করেই আনিয়েছে তিথিকে। তীর্থকে নিয়ে ছোটোকাকুর সঙ্গে তিথি এখানে এসে পৌঁছেছে পাঁচদিন আগে। সেজপিসিকেও না করা যেত, কিন্তু বড় জ্যেঠুর আদেশ বাবা আগ্রাহ্য করতে পারেনি। তিথিকে এখানে আনতে ব্যস্ত ছিলো সবাই । কারনটা তিথিও কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিলো। দিদির বেলায় যে অসাবধানতার জন্য একটা অঘটন ঘটে গেছে, সেটাই এবার শোধরাতে চাইছে সবাই - বাবা মাও। তিথির এখনও গ্র্যাজুয়েশান কম্‌প্লিট হয়নি, তবুও একরকম পাত্রী দেখানোর জন্যই তাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। তাড়াতাড়ি বন্দোবস্ত করে ফেলতে হচ্ছে তার বেলা পাছে দেরী করলে দিদির মতো একটা কান্ড ঘটিয়ে ফেলে তিথি । অথচ দিদি এই তথাকথিত কান্ডটা ঘটিয়ে সুখে আছে।

একটা নার্সিং হোমে রিসেপশানিষ্টের চাকরি পেয়েছিল দিদি। খুব বেশী কিছু মাইনে ছিল না বলে প্রথম থেকেই বাড়ির সবাই বাধা দিয়েছিল দিদিকে। বড় জ্যেঠু দিদিকে ডেকে বলেছিল --
---বীথি, এই চাকরীটা তোমায় ছাড়তে হবে। এরকম চাকরী আমাদের বংশে কেউ কখনো করেনি।
---জ্যেঠু, চাকরীটা আমাদের বংশের কেউ আমাকে দেয়নি। সুতরাং তাদের কারোর কথায় আমি ওটা ছাড়বো না।
বড় জ্যেঠু স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির অন্যান্যদের অবস্থা আরো তটস্থ। কিন্তু সবাইকে অবাক করার জন্য আরো একটা কাজ করার বাকি ছিলো তখনও। দিদি চিরকালই ভীষণ জেদী আর ঠান্ডা মাথার। পৃথিবীর কাউকেই বোধহয় ও ভয় পায় না। তাই খুব সহজেই অ-হিন্দুকে বিয়ে করে ফেলতে পেরেছিল। উজানদা ঐ নার্সিং হোমেরই অ্যাসিসটেন্ট সার্জেন হিসাবে কাজ করতো তখন। বিয়ের দিনও দিদি রোজকার মতো বাড়ি ঢোকেনি। একখানা চিঠি রেখে গিয়েছিলো। মার কান্না আর বাবার চিৎকারে প্রথমে বহুক্ষণ বিষয়টা বুঝতেই পারেনি তিথি। পরে ছোটদা বলেছিল। কে জানে কেন, তিথি মনে মনে একটু খুশিই হয়েছিল। এরপর থেকে তিথি অনেকবার দেখা করেছে দিদির সঙ্গে নার্সিং হোমে। উজানদাকেও বেশ ভালো লেগেছে তার। দিদির বিয়ের প্রায় আটমাস পরে দাদাদের সঙ্গে ওর বাড়িতে গিয়েছিল তিথি। তিথি শুধু এটুকু বুঝেছিল দিদি বেঁচে গেছে।

লোক বাঁচিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল তিথি। এক্ষুনি কোনও পরিচিত লোকের মুখোমুখি হতে চায় না তিথি, তার মুখটা একদম ঘেঁটে গেছে। জল দিয়ে ধুয়ে মুখটাকে প্রসাধনহীন না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছে না সে। এমনিতেই তিথির সাজতে একদম ভালো লাগে না। চুল আঁচড়ায় না বলে রোজই মায়ের কাছে বকা শোনে । মা, রোজই জোর করে বেঁধে দেয় চুলটা। আর মুখে বলেই যায় -
--- ভগবান এই চুলটাই তো দিয়েছে। আর তো সবেই অন্ধকার। এটা উঠে গেলে আর অন্যের ঘর করতে হবে না।
এরপরই মা স্বগতোক্তির মতো বলে -- তা ভালোই হয়েছে। শাপে বর যেটার রূপ ছিলো সেটাকে তো ঘরেই রাখতে পারলাম না। বেজাতে চলে গেলো। সবাই আমার কপাল। জন্মের দোষ খন্ডাবে আর কে।
---মা আবার পুরানো কাসুন্দী শু করে । তারা চিরকালই তাচ্ছিল্য পেয়ে এসেছে পরিবারের অন্যান্যদের কাছে। বাবার আয় ভায়েদের মধ্যে সবচেয়ে কম কিন্তু ব্যয় সবচেয়ে বেশী । এতগুলো ছেলে মেয়ে। ভাসুর-দেওর-ননদেরা কখনও ভালো চোখে দেখেনি তাঁকে। অবিবেচকের মতো কাজ বলে সর্বক্ষণ কথা শুনিয়েছে। মা একাই বলেচলে কথাগুলো ---
--- তা বলে কি কেউ এক পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছে। উঃ সে বেলা কাঁচকলা। খালি মুখে মুখে। উল্টে দিয়ে দিয়ে এমন একটা অনাসৃষ্টি কান্ড ঘটালো।

অনাসৃষ্টি কান্ড বলতে মা দিদির বিয়েটাকেই বোঝায়। যেন লোকেদের কুনজরেই এটা ঘটেছে, দিদি কিছু করেনি। তিথি বুঝতে পারে মা হয়তো সান্ত্বনা পাবার জন্যই এরকম বলে যায়। তখন মার জন্য তিথির ভীষণ কষ্ট হয়। বেচারী মা, খুব চালাক চতুর নয়। শুধু মা কেন, বাবাও প্রায় একই ছাঁচে গড়া। সুতরাং তাদের পরিবারের কাছে সুবিবেচক হয়ে উঠতে জ্যেঠার খুব অসুবিধে হয় নি।

--- তিথি, কি রে কোথায় ছিলি ? তখন থেকে খুঁজে যাচ্ছি।

--- একটু নীচে গিয়েছিলাম। তুই যা আমি আসছি।
বিয়ে শু হয়ে গেছে। মৌলিকে সেখানে পাঠিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মুখটা ধুলো তিথি। এখন বেশ আরাম লাগছে। চুলে গুচ্ছ ক্লিপ লা গিয়ে দিয়েছে এরা। এসব কায়দার চুল বাঁধা অতি অসহ্য লাগে তার । ক্লিপের জন্য মাথাটা ব্যথা করছে। চুলটা তাড়াতাড়ি আঁচড়ে একটা আলগা হাতে খোঁপা করে ফেললো তিথি। মৌলির কাছে ধরা না পড়লে এখন কিছুতেই যেত না বিয়ের ওখানে । কিন্তু এখন যেতেই হবে।

সোনাদি হাসি হাসি মুখে বিয়ে করছে। বেশ লাগছে দেখতে। সোনাদির পেছন দিকেই, মৌলিরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফটো উঠবে বলে এই স্থান নির্বাচন। মৌলি ওকেও হাত নেড়ে ডাকছে। তিথি মরে গেলেও ওখানে যাবে না। ছবি তোলার মতো ভয়ঙ্কর কাজ আর নেই। সেজপিসির ছেলেরও বিয়েতে এসে অনেক ছবি উঠেছিল তিথির। দেখে অনেকেই আড়ালে হেসেছিল। তিথি মন দিয়ে বিয়ে দেখছে। বাবা - মার জন্য খুব মন খারাপ লাগছে। ইস্ ওদেরও খুব ইচ্ছেছিল । দিদির বিয়েটা এরকম ভাবে দেবে। এত জঁ াকজমকের বাহুল্য হয়তো থাকতো না, তবুওফরম্যাট টা একই হতো। তবুও দিদি খুব ভালো আছে কথাটা ভাবতেই মনটা হালকা হয়ে যায় তিথির।
---এটা কি করেছিস ?
---ন্যাকা, জানো না, না সব সাজ তুলে ফেলেছিস্ কেন, জানিস না এখনই আবীর এসে যাবে। ওরা দেখবে তোকে।
---সে তো সকাল থেকেই দেখছে।
---আবীর তো আর দেখেনি। ওর বাবা - মা দেখেছে।

তিথি আর উত্তর না দিয়ে বিয়ে দেখায় মন দিলো। তিথি এখন বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করছে। আবীরের বাবা - মার ওকে একটুও পছন্দ হয় নি। এই খবরটা তিথি নিজেই আবিষ্কার করতে পেরেছে একটু আগে।। তাই বেশ মনটা ফুরফুর লাগছে। এতদিন তা না হলে খুবই দমচাপা লেগেছে তার। সেজপিসির ছেলের বৌ -এর মাসির ছেলে আবীর। খুবই ভালো চাকরী - বাকরী । সেজো পিসিই সম্ বন্ধটা করেছিলো। বেচারী এখনও জানে না। ব্যাপারটা ভেস্তে গেছে আবীরের বাবা - মা আজ সকাল থেকেই এসে ছিলো, নানা ভঙ্গ ীতে যাতে তিথিকে দেখা যায়। আর আবীর আসবে রাতে। পটিয়সী সাজে দেখবে বলে। না, সেটা তিথি হতে দেবে না। আর অবশ্য দরকারও নেই। মুখ ধুয়ে চুলটা বেঁধে হেলে দুলে উঠছিল তিথি, বিয়ে দেখতে । চিলে কোঠার ঘরে বৌদির আর তার মাসির গলায় নিজের নাম শুনে একটু ধম্কে দাঁড়িয়ে ছিল তিথি। মাসি রাজি হতে পারছে না বৌদির চেষ্টা সত্ত্বেও ---
---না মেয়ে কেন খারাপ হবে। তাছাড়া আজকাল ওরকম ঘটনা অনেক বাড়িতেই ঘটে। সেসব কিছু নয়। কিন্তু আবীরের পাশে ওকে একেবারেই মানাবে না রে। তুই-ই বল্ মানাবে।

এই পর্যন্ত শুনেই চলে এসেছিলো তিথি। যদিও তিথি জানে এই সম্বন্ধটা নাকচ হবার পেছনে এরা দিদিকেই দায়ী করবে। হঠাৎ পেটে একটা গুঁতো খেয়ে চম্কে উঠলো তিথি। মৌলি কখন যেন ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন ওকে গুঁতো মেরে কি যেন দেখানোর চেষ্ট া করছে। তিথি প্রথমে কিছুই বুঝতে পারছিলো না, এখন হঠাৎ চোখ পড়লো চারধারে ঘিরে থাকা ভীড়ের একটা কোনায়। পিসতুতে া দাদার বৌ -এর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় ছ ফুটলম্বা একটা মানুষ। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এবং একই সঙ্গে অনেকগুলো কৌতুহলী চোখ চেয়ে দেখছে দৃশ্যটা । এমনকি বিবাহরত সোনাদিও সামিল সেখানে। তিথি আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থ াকতে পারেনি ওখানে। ভালো লাগছিল না। মনটা বেশ অস্থির লাগছে। এসময় দিদিটা পাশে থাকলে খুব ভালো হতো।

রাতে সোনাদির বাসর জমে উঠেছে। গান আর কথায় কেউ হার মানতে চাইছে না। নতুন জামাই বাবুও কিছু কম যাচ্ছে না। তিথিকে অস্থির করে তুলতে বদ্ধ পরিকর হয়েছে মৌলি। আবীরকে শুনিয়ে নানা অর্থবোধক কথা বলে যাচ্ছে এক নাগাড়ে। সিন ক্রিয়েট হবার ভয়ে উঠেযেতে পারছে না তিথি। এভাবে মানুষকে অপ্রস্তুত করতে কি যে মজা পায় মৌলি কে জানে। আবীর অবশ্য ত াপ - উত্তাপ বিহীন। ভুলেও একবারও আর তাকায়নি তিথির দিকে। অথচ বেশ সহজভাবে গল্প করে যাচ্ছে সবার সঙ্গে। তিথিও বাদ পড়ছে না। শুধু তিথির উত্তর দেবার সময় ঘরটা প্রায় নীরব হয়ে যাচ্ছে। এই অস্বস্তিকর অবস্থাটা এড়ানোর জন্যই বোধহয় এখন তিথির সঙ্গে আবীর বিশেষ কথা বলছে না। কিছুটা পরিত্রাণ পেয়েছে তিথি। শুধু মনে খচ্খচানি কাজ করছে। ছেলেটা কি হতাশ হয়েছে তাকে দেখে । নিশ্চয়ই তাই। তা না হলে, মুগ্ধতা শূন্য স্বাভাবিক কথাই বা বলছে কি ভাবে। কিন্তু প্রশ্নটা এখানেই শেষ হচ্ছে না। তিথির ভেতরে অদ্ভুত একটা আফশোস কাজ করছে। ছেলেটা তাকে পছন্দ করলো না --- এই আফশোসটা কেন হল। আপাততঃ এটাই বেশী কষ্ট দিচ্ছে তিথিকে। তাকে যে এরা অপছন্দ করেছে এটা সে অনেকক্ষণ জেনে গেছে। আর আবীরকে দেখার পর সে স

স্পর্কে কোনও সংশয় নেই, আবীরের পাশে কোনও ভাবেই তাকে মানায় না। তবুও কেন যে কষ্টটা পাচ্ছে।

ভোরের দিকে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। তিথিরও চোখ দুটো লেগে গিয়েছিল। । মৌলির একটা হাত ঘুমের মধ্যে ওরমুখে এসে বেক ায়দার লাগলো, ঘুম ভেঙে গেল তিথির। মৌলির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পাশ ফিরে শুলো তিথি। আর তখনই চোখে পড়লো - - আবীর অক্লান্ত মুগ্ধতায় চেয়ে আছে তার দিকে।